বাণীচিত্রমের
নিবেদন
উপহার
12-8-55
পরিবেশক - ছায়াবাণী লিঃ

বাণী চিত্রমের **উপহার** ★

—ভূমিকায়—

উত্তম : সাবিত্রী : মঞ্জু : নির্মলকুমার
কানু বন্দ্যোঃ
ছবি বিশ্বাস : অনুভা : সলিল দত্ত
[আমন্ত্রিত শিল্পী]
জহর রায় - তুলসী চক্রঃ - নৃপতি - অপর্ণা
শ্যাম লাহা - রাজলক্ষ্মী (বড়) - প্রেমাংশু
সৌরেন ঘোষ - কুমার ঘোষ প্রভৃতি

কাহিনী

নাট্যরূপ ও সংলাপ
সুধীরঞ্জন মুখার্জি

শৈলজানন্দ

সঙ্গীত
কালীপদ সেন

চিত্রগ্রহণ
অনিল ব্যানার্জি

শব্দগ্রহণ
গৌর দাস

গান
গৌরীপ্রসন্ন

ব্যবস্থাপনা
প্রশান্ত বন্দ্যোঃ

সম্পাদনা
সুবোধ রায়

শিল্পনির্দেশক
বিজয় ঘোষ

রূপসজ্জা
শৈলেন গাঙ্গুলী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায়
পীযূষ বোস, বলাই সেন

শব্দ গ্রহণে
সিদ্ধি নাগ

চিত্র-শিল্পে
অমিয় সেনগুপ্ত

স্থিরচিত্র
ষ্টুডিও রেনেসাঁ

সম্পাদনায়
অনিত মুখোঃ

॥ পরিস্ফুটনে ॥

ফিল্ম সার্ভিস

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ. শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুহাস সেন, সূর্য লাডিয়া, অনিল দে

* চিত্রনাট্য ও পরিচালনা *

তপন সিংহ

পরিবেশক : ছায়াবাণী লিমিটেড

মানুষে-মানুষে যত মিল, গরমিল বোধ করি তার চেয়ে অনেক বেশী। একজনের সঙ্গে আরেক জনের মনের দূরত্ব দুই মেরুর দূরত্বের চেয়ে কম নয়। তবু বাইরে থেকে দেখলে সব মানুষের চেহারাই প্রায় এক। তাদের স্বভাবের আনন্দে তাদের খুসীর এবং দুঃখে তাদের বেদনার বহিঅভিব্যক্তিতে বৈষম্য কম। আবার ভেতরে এবং বাইরে কোথাও আর পাঁচ জনের সঙ্গে এতটুকু মিল নেই এমন লোক বেশী নেই, যেমন সত্যি তেমনি একেবারে বিরল নয় এও তেমনি মিথ্যে নয়।

আমাদের কাঙ্গালীচরণ সেই বিরলতম মানুষদের একজন। একথা তার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই যার চেখা আছে তার কাছে সূর্যের আলোর মতই প্রকট হতে দেরী হয় না। যেমন দেরী হয়নি একথা বুঝতে অধ্যাপক অশোকের। কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিল সে, স্ত্রী এবং চাকর ভোলাকে নিয়ে। প্রথম যে-দিন ভাড়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করবার জন্যে কাঙ্গালীচরণের সঙ্গে হয় প্রথম সাক্ষাৎ সেদিনই তার বাড়ী-ওয়ালার চরিত্র যে বিশেষ বিস্ময়ের বস্তু হবে এ সম্বন্ধে তার সন্দেহ গভীর হল।

তার স্ত্রীকে নিয়ে, চাকর ভোলাকে সংগে করে কাঙ্গালী-চরণের বাড়ীতে উঠে আসবার পর দু' একদিনের মধ্যেই সেটুকু সন্দেহও আর রইল না অশোকের।

কাঙ্গালীচরণের সংসার বলতে সে নিজে এবং তার একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণা। রোজগার বলতে বাড়ী ভাড়ার মাসিক পঞ্চাশ টাকা। এই কটা টাকাকে যক্ষের মত আগলাতে গিয়ে সে নিজে খায় না, মেয়েকেও খেতে দিতে পারে না। আলুভাতে-সেদ্ধই একমাত্র রান্না, এবং তার মধ্যে আলু

সেদ্ধটুকু বাবাকে দিয়ে শুধু ভাত চোখের জল ফেলতে ফেলতে খেত কৃষ্ণা। গায়ে কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, সংসারে সব কাজ নীরবে করতে তবু এতটুকু বিরক্তি নেই সে-মেয়ের।

অশোকের স্ত্রী অভিযোগ করে মেয়েটাকে মেরে ফেলবে কাঙ্গালী-চরণ। কৃষ্ণা এরই মধ্যে কখন শুধু অশোকের স্ত্রীকে বৌদি ডাকে নি, তাদের সংসারের একজন হয়ে গেছে। অশোক অভি-যোগ শুনে বলে, কী করবে ভদ্রলোক। আমাদের এই পঞ্চাশ টাকাটাই ত' শুধু সম্বল। অশোকের স্ত্রী কৃষ্ণাকে ডেকে নিজেদের খাবারের ভাগ দেয়।

এদিকে এত দুঃখের মধ্যেও কৃষ্ণার কালো চোখ কীসের আনন্দে চিক চিক করে, সে কথা তার বৌদি—অশোকের স্ত্রী বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না। ধরা পড়ে যায় কৃষ্ণা তবুও একদিন। ছেলেটির নাম সুনীল। ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র। কিন্তু অধুনা বইয়ের পাতায় মন নেই। পড়তে চায় কৃষ্ণার চোখে কি লেখা—সেই রোমাঞ্চিত রচনা।

অধ্যাপক ও তার স্ত্রী, দুহাত এক করে দেওয়ার জন্যে উপযাচক হয়ে নিজেরাই কথা পাড়েন কাঙ্গালী-চরণের কাছে। কাঙ্গালীচরণ জানায় টাকার কি হবে, অশোক শোনে না। যায় সুনিলের বাবার কাছে। তিনি বলেন, আর কোন দাবী-দাওয়া নেই, শুধু লোক-খাওয়ানোর খরচা বাবদ দেড়হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা মাত্তর চান তিনি। কাঙ্গালী-চরণ কিন্তু-কিন্তু করেন। অশোক জানায় জোগাড় হয়ে যাবে।

বিয়ের ক'দিন আগে কাঙ্গালী-চরণ বলেন এ বিয়ে হবে না। কারণ, কারণ টাকা জোগাড় হল না। অশোককে তার স্ত্রী গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা আনতে দিল। ওদিকে

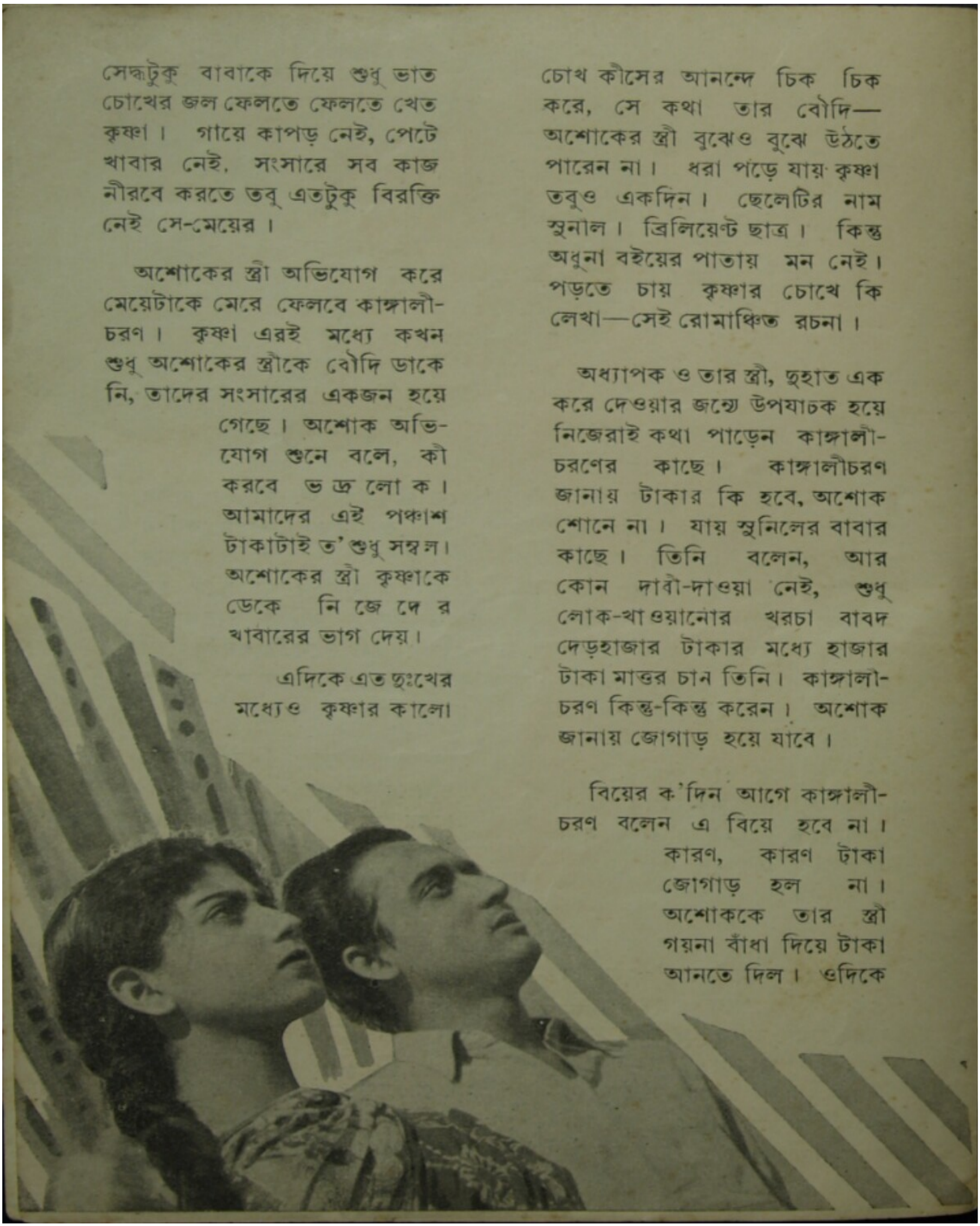

সুনীলের মার কঠিন তিরস্কারে সুনীলের বাবা বলেন, হাজার টাকারও দরকার নেই, এমনিই মেয়ে নেব।

অশোক যখন এসব কথা জানালো, কাঙ্গালীচরণ বল্লে, উপায় নেই। মেয়ের বিয়ে তিনি অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছেন। পাত্র, সুপাত্র। কলকাতায় বাড়ী আছে দু'খানা। লেখা পড়া পাকা হয়ে গেছে বিয়ের। অশোক প্রশ্ন করে: লেখাপড়া সই-সাবুদ করে বিয়ে হয় নাকি?

অশোক কোথা থেকে জানবে? এ-বিয়েতে কাঙ্গালীচরণ নিজেই হাজার টাকা নিচ্ছে যে, সই সাবুদ লাগবে না? অগ্রিম তিনশত টাকা নেওয়া হয়ে গেছে, বাকা সাতশো টাকা পাওয়া যাবে বিয়ের রাতে।

বিয়ের লগ্নে জানা গেল পাত্র পাগল। নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছে না। পিসীমার ভয়ে বিয়ে করতে বসেছে। আগের বিয়ে করা এক স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে তার।

অশোক দিল বিয়ে ভেঙ্গে। অগ্রিম টাকা ফেরত দিল নিজের পকেট থেকে। আনতে গেল সুনীলকে। সুনীল কৃষ্ণাকে পাবে না জেনে চলে গেছে বোম্বাইতে। সেখানে কাকার বাড়ীতে থেকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে।

সুনীল কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ব্ল্যাঙ্ক খাতা দিয়ে উঠে এল। ষাট টাকা মাইনের চাকরী জোগাড় করে, চাকরীতে যোগ দেবার জন্যে শেষবারের মত এল কলকাতায়।

কৃষ্ণা পাগলের মত পথে বেরিয়ে মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে হাসপাতালে গেল। এদিকে কাঙ্গালী-চরণ মৃত্যুশয্যায়।

তারপর গল্পের শেষে কী হ'ল তা আর একটু বা দেই জানতে পারবেন। কিন্তু একটা

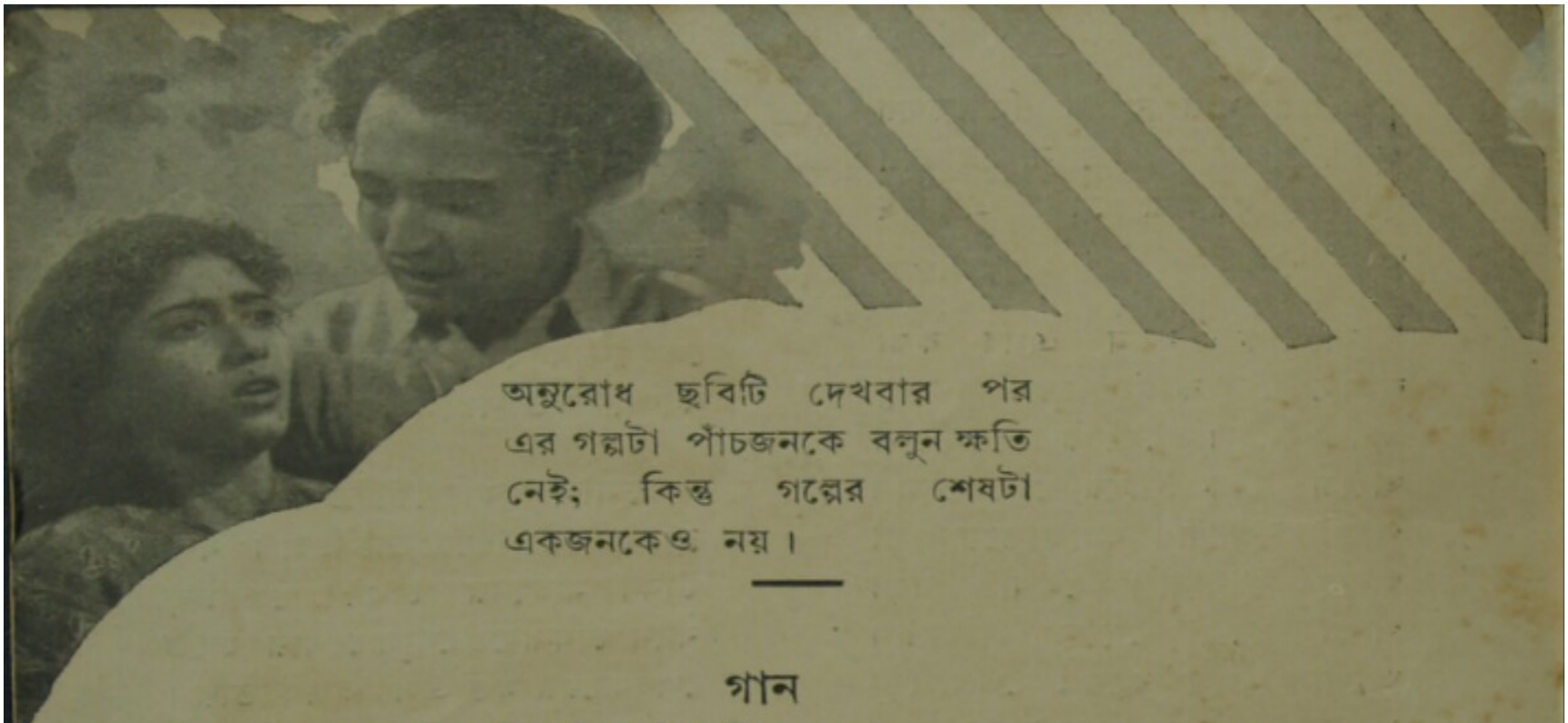

অনুরোধ ছবিটি দেখবার পর এর গল্পটা পাঁচজনকে বলুন ক্ষতি নেই; কিন্তু গল্পের শেষটা একজনকেও নয়।

গান

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
শ্রাবণের দিন
তালে তালে মেঘ মল্লারে
বাজালো যেন ঐ মরমের বীণ, শ্রাবণের দিন।
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্
শ্রাবণের দিন
দিগন্ত অঙ্গনে সঘণে গরজে দেয়া
কে তুমি পথিক, কে তুমি পথিক, কে তুমি পথিক
এলে শুধায় শিক্ত কেয়া
আজ যেন সব কথা সব হাসি ব্যাকুলতা
আঁধারে হলো যে লীন, শ্রাবণের দিন
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
শ্রাবণের দিন।
ঝর ঝর সারাবেলা বারি ঝরে রয়ে রয়ে
জানিনাতো, জানিনাতো মেঘদূত কিযে আজ যায় কয়ে
ঘনঘটা জাগে ঐ তড়িৎ জড়িৎ মেঘে
সুরভরা পুরবাই সুরভরা—
সুরভরা পুরবাই আজ ঐ বহে বেগে
কোন্ সে আপন ভোলা আজ শুধু দেয় দোলা
মন তাই উদাসীনি শ্রাবণের দিন।
তালে তালে মেঘ মল্লারে বাজাল যেন ঐ
মরমের বীণ, শ্রাবণের দিন।
রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
শ্রাবণের দিন।

দিন চলে যায়, দিন চলে যায়, দিন চলে যায়।
দিন চলে যায়, সবই কেন হায় ছায়াতে যায় মিশে।
এই তো আলো হয় কেন কালো
ঘন আঁধারের বিষে
দিন চলে যায়।
হাসি কেন হয় আঁখিজল
বিধিগো তোমার এ কেমন ছল
জানেনা পরাণ এই যাতনার শেষ হবে তবে কিসে
ঘন আঁধারের বিষে
দিন চলে যায়।
ডুবে কেন যায় ঐ দিনমণি
এ কপাল হতে সব সুখ কেন
কেড়ে নিতে চায় শনি।
ডুবে যায় হায় ঐ দিনমণি।
বেলা না ফুরাতে খেলা ভেঙ্গে যায়
পথে যেতে কেন কাঁটা বেধে পা'য়
না জানি কেনরে অন্ধ নয়ন
হারায় যে তার দিশে।
দিন চলে যায় ঘন আঁধারের বিষে
দিন চলে যায়।

—

বিঃ দ্রঃ—এই গানের রেকর্ড এইচ্ এম্ ভি-তে পাইবেন।

চারু চিত্র
প্রযোজিত

রূপায়ণে
সাবিত্রী
পাহাড়ী • নির্ম্মলকুমার
কমল মিত্র • মঞ্জু • শোভা
মলিনা • প্রেমাংশু
গঙ্গাপদ • তুলসী

পরিচালনা • অজয় কর
সঙ্গীত • অনুপম ঘটক

ছায়াবাণী রিলিজ

পরশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছায়াবাণী লিঃ, ৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩ থেকে নির্মল কান্তি বর্ধন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইণ্ডাস প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি লিমিটেড, ১৫৭-বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।